

মনের অশান্তি শ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবা

দুর্বলতাই অশান্তি। সবলতাই শান্তি। আলস্য ত্যাগ কর, অনিচ্ছা ত্যাগ কর। কর্ম কর শান্তি পাইবে। তোমার এই কর্ম



শ্রীগোবিন্দদাস উদাসী বাবা

কি? তোমার স্বরূপকে স্বরণ করা। কে তোমার স্বরূপ! ভগবান। ভগবান সকল জীবের স্বরূপ। তুমি বিন্দু হইতে পার, ভগবান সিদ্ধ, তথাপি বিন্দুর স্বরূপ সিদ্ধ, বিন্দু সিদ্ধিতে না মেশা পর্য্যন্ত শান্তি নাই জানিও। আমি জড় নই। আমি চেতন, এই ভাবনা প্রথমে দৃঢ় করিতে হইবে। পরে

চৈতন্য বিন্দু হইয়া চৈতন্য সিদ্ধকে ডাক - ‘তুমি এস, তুমি এস গো, তুমি একবার এস’।

সিদ্ধুর অনেক নাম আছে। যদি তোমার দীক্ষা না হইয়া থাকে, আর যদি ভগবানে বিশ্বাস থাকে তা হলে প্রীতি পূর্বক কোন মহানের নাম গ্রহণ কর, আর সেই নাম অতি আদর করিয়া নিজ হৃদয়ে লিখিয়া লও। সেই নাম সदा সর্বদা জপ করিতে থাক। বৃথা কথা কহিও না, যদি শান্তি পাইতে ইচ্ছা থাকে, কেবল নাম কর শান্তি পাইবেই। নাম কর দুঃখ দূর হইবে। দীক্ষা লইবার সময় গুরুকে নিজের অভিলাষ জানাবে কোনরূপ লজ্জা করিবে না। গুরুর নাম লইয়া নিজের স্বভাব গঠন করিও।

বলহীন যে সেকি শান্তি পায়? কিছুতেই নয়, কি তুমি! তোমাকে কিছু করিতে বলিলেই বল—আমি কি ইহা পারিব? কেন পারিবে না—খেতে পার, শুতে পার, লোকনিন্দা করিতে পার, বিবাদ-বিসম্বাদ করিতে পার আলস্য অনিচ্ছা করিতে পার, আর ভগবানের নাম করিতে পার না? আলস্য ত্যাগ কর, এ তোমার এক শত্রু জানিবে। এই আলস্য তোমাকে ক্লেশ দিয়া থাকে। হউক শত ক্লেশ, হউক শত অনিচ্ছা, জোর করিয়া নাম কর, শান্তি পাইবে, সমস্ত অশান্তি দূর হইয়া যাইবে। লোকে যোগ করে, যম নিয়ম করে, কত রকম আসন প্রাণায়াম করে, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, কুস্তক করে তাতে তোমার কি? যদি তুমি পিপীলিকা হইয়া থাক—মাটিতে

থাকিয়া একটি তৃণকণা বহিবার শক্তি নাই, তুমি একটি কাঠের গুঁড়ি বহিবে কি করিয়া!

পিপীলিকা আকাশে উড়িতে পারে না, তাতে তার দুঃখ কি। তুমি সदा সর্বদা নামে রুচি রাখ, একদিন সকলের উপরে উঠিতে পারিবে। যার নাম লইবে তিনিই তোমাকে উপরে তুলিয়া লইবেন। নাম কর, নাম কর একবার নয়, দুইবার নয়, প্রত্যেক শ্বাসে শ্বাসে নাম জপ কর। জপের সাধনা দিনে তিন কালে তিনবার যাহা আছে নিয়ম তাহা করিবে, তারপর সকালে বিধি-অবিধিতে নাম করিবে। ‘পারি না’ এ কথাটি মুখে আনিও না। এই উক্তি গর্দভের, গর্দভের কেহ নাই জানিবে। গর্দভত্ব ত্যাগ কর। মানুষ হইয়া কেবল ভগবানের নাম কর। বায়ু যেমন তোমার দেহকে ক্ষণকালের জন্য ত্যাগ করেনা সেইরূপ নাম যেন তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসকে ত্যাগ না করে। বসিয়া বসিয়া যখন জপ না পারিবে, তখন পায়চারি করিতে করিতে জপ কর, ভ্রমণ করিতে করিতে জপ কর। শয়ন কালে জপ কর। যতক্ষণ নিদ্রা না আসে ততক্ষণ জপ কর। আহারকালে জপ কর, স্নান কালে জপ কর। শুচি বা অশুচি অবস্থায় থাকিলেও জপ করিবে। সকল কাজ দুটি হাতে করিয়া থাক আর মুখে জীবনের সার ‘হরিনাম’ জপ কর। আহার ও শয্যা প্রস্তুত কালেও জপ করিবে। যখন নিতান্ত কথা বলিবার প্রয়োজন মনে করিবে তখন গুরুকে প্রণাম করিয়া কথা বলিবে। ফের কাজ শেষ করিয়া আবার জপ আরম্ভ কর। এইরূপ করিয়া দেখ পরমশান্তি পাও কিনা!

ভগবান বলেন তোমার জপের সময় শত শত বাধা বিঘ্ন আসিবে। আর এই বাধা বিঘ্নই তোমার পরম শত্রু বা পাপ জানিবে। এই সকল বাধা পূর্ব পূর্ব জন্মাকৃত দুষ্কর্মের ফলেই হইয়া থাকে। আলস্য অনিচ্ছাই তোমার পাপের ফল জানিবে। এই সকল বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ করিয়া জপ কর, সমস্ত পাপ দূর হইয়া যাইবে এবং শান্তি পাইবে।

শ্রীগুরু ভগবানের আদেশ, তিনি বলিতেছেন—সমস্তদিন কত বাজে কথা বল, কত লোকনিন্দা কর, এই সকল না করিয়া কেবল জপ কর না কেন? মরিতে তো হইবেই, বৃথা গল্প করিয়া, পরনিন্দা পরচর্চা করিয়া মর কেন? ভগবানের নাম করিতে করিতে মরনা কেন, ইহকালে পরকালে পরম শান্তি লাভ করিবে আর সে মৃত্যু তোমার মৃত্যু নহে অমরত্ব লাভ হইবে।